47

দৈনিক বাংলা

তারিখ 28 JAN 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

# শিক্ষা বিস্তারের নামে এ দুর্নীতি বন্ধ করা হোক

উত্তরাঞ্চলের কুড়িগ্রাম জেলার প্রত্যন্ত এলাকার থানা উলিগ্রাম। এ থানার গুনাইগাছ ইউনিয়নে রহমানিয়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসা নামে একটি মাদ্রাসা রয়েছে। কিন্তু আজ থেকে দশ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হলেও এখনও পর্যন্ত এটি নামসর্বস্ব হয়েই আছে। কেননা, যে বালিকাদের জন্য এর প্রতিষ্ঠা সেই বালিকা বা ছাত্রীদের এখানে দেখা নেই। দেখা যায় না কোন শিক্ষককেও এখানে আসতে এবং ক্লাস নিতে। নেই এতে প্রয়োজনীয় বেঞ্চ, টেবিল ও আসবাব-সরঞ্জামও। তবে এর প্রতিষ্ঠাতারা খুবই করিৎকর্মা। থানা শিক্ষা কর্মকর্তা থেকে শুরু করে উর্ধ্বতন পর্যায়ে শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সাথে আর্থিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে যোগসাজশ করে এ নামসর্বস্ব মাদ্রাসার সব 'নেই'কেই তারা "হাঁ' করে নিতে পেরেছেন। তারা সক্ষম হয়েছেন এটিকে সরকারী অনুদানের খাতায় অন্তর্ভুক্ত করতে। তাই ছাত্রী না থাকলেও এ বালিকা মাদ্রাসা নিয়মিত অনুদান পাচ্ছে। শিক্ষকের দেখা না পাওয়া গেলেও ১৫ জন শিক্ষকের নামে মাসে মাসে বেতন-ভাতা আসছে। আমরা এলাকাবাসীরা সর্বজনীন শিক্ষার এই আলোকিত যুগে এলাকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে আগ্রহী। আর বিশেষ করে শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার সে তো আমাদের সচেতন নাগরিকদের কাছে আরও কাম্য এবং আনন্দের। তবে শিক্ষা বা স্ত্রী শিক্ষার প্রসারের নামে কোন-রকমের দুর্নীতি আর সে দুর্নীতির সুবাদে সরকারী অর্থ তথা জনগণের টাকার এ ধরনের অপচয় কোনক্রমেই আমরা মেনে নিতে পারি না। তাই আমরা চাই কুড়িগ্রামের গুনাইগাছ ইউনিয়নের তথা-কথিত এই বালিকা মাদ্রাসাটির ব্যাপারে যথাযথ তদন্ত হোক এবং আমাদের অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলে এর প্রতিষ্ঠাতা কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি ও সরকারী অর্থের আত্মসাৎ বন্ধ করা হোক। এ বিষয়ে আমরা শিক্ষা বিভাগীয় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোঃ ছোলায়মান হোসেন খান
পশ্চিম কালুডাংগা
উলিপুর, কুড়িগ্রাম।